বিশ্বভারতী চিত্রমন্দির
নিবেদিত

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের নিবেদন

‘পঙ্কতিলক’

কাহিনী : রাসবিহারী লাল
সঙ্গীত : সুধীন দাসগুপ্ত
চলচ্চিত্রায়ণ : অজয় মিত্র
শব্দগ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজনা : শিশির চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশন : সুনীল সরকার
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক ; দেবীদাস গাঙ্গুলী
রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী
পটশিল্পী : কবি দাসগুপ্ত
সাজসজ্জায় : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
নৃত্য পরিচালনা : গণেশ হীরালাল
প্রচার পরিচালনা : শচীন সিংহ
পরিচয় অঙ্কণ : দিগেন ষ্টুডিও
স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত এণ্ড কোং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : হবি সেণ্টার
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুবীর হাজরা, পবিত্র মিত্র

নেপথ্যকণ্ঠ সঙ্গীতে :
লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জী, গীতা দত্ত, মান্না দে, সবিতা ব্যানার্জী

সঙ্গীতগ্রহণ :
বি, এন, শর্ম্মা (বম্বে; সাউণ্ড সার্ভিস), কৌশিক (মেহবুব প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ)

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনা : পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, অমর মুখার্জী, শ্যাম হালদার। চলচ্চিত্রায়ণে : আশু দত্ত। সম্পাদনায় : অনিল নন্দন। শব্দগ্রহণে : জগৎ দাস। শিল্প নির্দ্দেশনায় : গুপী সেন। সঙ্গীত পরিচালনায় : শঙ্কর গাঙ্গুলী। রূপসজ্জায়: গৌর দাস। সাজসজ্জায় : চিত্ত দাস, কার্ত্তিক। আলোক সম্পাতে : শান্তি, হেমন্ত, মনোরঞ্জন, মঙ্গরু, অনিল, দেবেন, সুখরঞ্জন, বিনয়।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ
বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসের ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

—: চরিত্র চিত্রনে :—

কালী বন্দ্যোঃ, কানু বন্দ্যোঃ, বিকাশ রায়, তরুণ কুমার, তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) জহর রায়, নৃপতি, বিমান বন্দ্যোঃ, প্রীতি মজুমদার, তরুণ মিত্র, কাম্নু, উৎপল দত্ত, জয়নারায়ণ, অজিত মিত্র, অজিত সেন, প্রবোধ সরকার, বুবু গাঙ্গুলী, সুনীত মুখোঃ, শৈলেন মুখোঃ, ডাঃ এস, কে, দাস, পার্থ প্রতিম, সুভাস দেব, শচীন দত্ত, দিলীপ বন্দ্যোঃ, অর্দ্ধেন্দু চট্টোঃ, রবি গুপ্ত, শচীন মজুমদার, নীহার মুখোঃ, তরুণ ভট্টাঃ, রবি বসু, সতু, ননী, রজত, বেনু, তালিম, মাষ্টার দীপক, পল্লব, অরবিন্দ, ছন্দা, সুমিত্রা, অনিতা বন্দ্যোঃ, সবিতা বসু, ছায়াদেবী ও সন্ধ্যা রায়।

প্রযোজনা : এইচ, পি, গোয়েঙ্কা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্ত্তী

বিশ্বপরিবেশনায় : **বিশ্বভারতী পিক্‌চার্স** ২৭, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহিনী

আসুক আলো, নিভুক অন্ধকার···

এ আশা প্রত্যেকেরই। কেউ আলো থেকে আসছে অন্ধকারে, কেউ অন্ধকার থেকে আলোতে। আলো আঁধারের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে প্রতিনিয়তই সৎ আর অসৎ-এর।

রাতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলে একখানা ট্রেন···

নানা জাতের লোক ট্রেনের কামরায়···কামরায়···। ছুটে চলেছে ট্রেনখানা সাপের মত,—তার গহ্বরে আছে বিষ, আছে অমৃত···।

ক্ষীণ আলোর স্পর্শ নিয়ে ট্রেনখানা এসে থামলো ষ্টেশনে। নীরুকে আর বাক্স-ট্রাঙ্ক নামিয়ে সুধীররঞ্জন ট্যাক্সির খোঁজে গেল।

সুযোগ মিললো শকুনের···।

ছোঁ মেরে শিকার এনে তুললো বাসায়।

আলোকময় জগতের এক অন্ধকার কোণে হলাহলের বন্যা বয়ে চলেছে। সেই বিষ পান করে কেউ নীলকণ্ঠ হতে পারে নি। বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছে, আর খুঁজছে কোথায় আলো···কোথায় নিস্কৃতির পথ···।

সেই রাশি রাশি বিষের মধ্যে এসে পড়ল নীরু। তাকে বুঝি বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হতে হবে···জ্বলতে হবে···হাহাকার করতে হবে।

অন্ধকার জগতের আর এক বাসিন্দা হলো সীতারা···। পায়ে তার সোনার শেকল···নাচে, গান গায় আর ওস্তাদের তহবিলে জমা পড়ে টাকা-পয়সা-গহনা···। ইচ্ছা থাকলেও নিস্তার নেই সীতারার···। সীতারা ভালবাসে ঝণ্টুকে। আর ইয়াসিন লোভ করে সীতারাকে···।

ছেলে হারিয়ে সুধীররঞ্জন ডুবে যায় শিক্ষকতার মধ্যে।

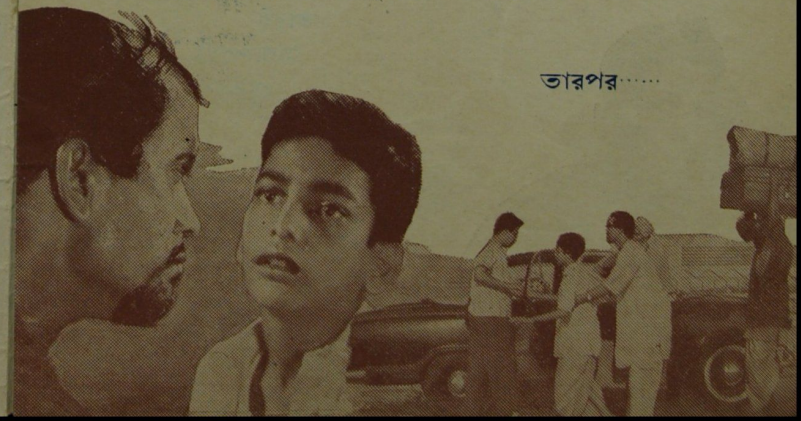

তারপর······

সংসার কি বিচিত্র···

ন্যায় আর অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলেছে নিত্য। অন্যায় ভাসিয়ে দেয় ন্যায়কে। পরাজয় স্বীকার করেন নিষ্ঠাবান সত্যবাবু।

সুধীররঞ্জনের কাছে প্রয়োজনের মূল্য বেশী, তাই তিনি কোন অবস্থাতেই হার স্বীকার করতে রাজী নন।

সত্যবাবুর সদ্য-বিধবা পত্নী তাই সকল মিথ্যার অবসান করে দেন। সবাই জানতে পারে সত্য কি···!

সীতারা আলোর পথ দেখিয়ে দেয়। এগিয়ে চলে ওরা···যেন মুক্তি পাওয়া পাখী···ওরা বাঁচতে চায়···সহজ সরল জীবন চায়···।

সুধীররঞ্জনকে স্বাগত জানাতে আসে তার সতীর্থরা, আর আসে শীলা। শীলা···মিঃ ব্যানার্জ্জির বোন। মিঃ ব্যানার্জ্জি নামকরা ব্যবসায়ী···। তারই একমাত্র ছেলের গৃহশিক্ষক সুধীররঞ্জন।

শীলা জানায় ছাত্র তার অসুস্থ···।

আবার কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবে যায় সুধীররঞ্জন···। সকলের পরিশ্রম, আবেগ-উদ্বেগকে ভাসিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জির একমাত্র পুত্র হারিয়ে যায়।

পিতা হয় পুত্রহন্তা···।

মিঃ ব্যানার্জ্জি প্রায়শ্চিত্ত করেন কৃতকর্ম্মের। আর্ত্তের সেবায় দান করেন তাঁর সমস্ত অর্থ···।

আর্ত্তের সেবালয়ে আসে অন্ধ নীরু···। দেখতে পায় ঝলমলে জগৎটাকে···।

কিন্তু হাবা? যে নীরুর সাথী···যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো···যে নিয়ে এলো নীরুকে আলোকময় জগতে···সে কি শুধু উপেক্ষা নিয়েই থাকবে···সে কি শুধু অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে···।

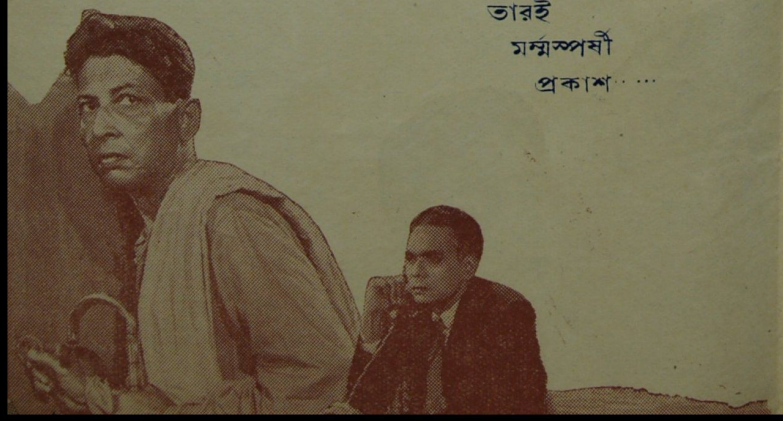

তারই
মর্ম্মস্পর্শী
প্রকাশ····

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী—লতা মঙ্গেশকর
কথা—সুবীর হাজরা

আঁধার মাঝে তোমার ও রূপ
দেখবো কেমন করে?
যে ফুল ফোটে বনে বনে
কোকিল ডাকা ভোরে॥
তোমার কাছে জনম কালো মরণ কালো
আমার কাছে আলোর ভুবন
সেও তো কালো
এ ফুল তোমার ফোটার আগেই
কখন গেছে ঝরে॥
রাখলে আমায় বন্দী করে
তোমার আঁধার ঘরে
আশার প্রদীপ নিভলো আমার
চিরদিনের তরে,
আবার যদি আসি ফিরে
আলো নিয়ে আসি
তোমায় যেন নতুন করে
আরো ভালবাসি
তখন তুমি থেকোনা আর
এমনি দূরে সরে॥

(২)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
কথা—সুবীর হাজরা

দেখেছি শুনেছি যা সবই আজ
হোলো যেন ভ্রান্ত
মানুষের একি ছবি যে মানুষ
ছিলো কত শান্ত।
তবু কি ছাড়ি হাল
তরী বেয়ে চলি
শূন্যে তুলে পাল,
কখনও হইনা তো ক্লান্ত॥
ছিঁড়ে গেছে জীবনের মুগ্ধ বীণার তার
দিকে দিকে শুধু মৃত্যুর হাহাকার
আলো নিভে গেছে তার
হয়েছে জীবন চির অন্ধ
মানুষের একি ছবি যে মানুষ
ছিলো কত শান্ত॥
নিরাশায় নিরাশায় হয়েছে যে আঁধার
সংশয়ে সংশয়ে বন্ধ মনের দ্বার,
পাব না কি খুঁজে এ পথের কোন প্রান্ত,
মানুষের একি ছবি যে মানুষ
ছিলো কত শান্ত॥

(৩)

শিল্পী—গীতা দত্ত

কথা—পবিত্র মিত্র

কাজল কালো এই চোখে
রাখবো তোমায় জড়িয়ে
তোমার ব্যথার সাগর দেবো
খুশীর নেশায় ভরিয়ে ॥
এইতো ভালো এমনি করেই
দুয়ার তুমি খুলে দিও
এই জীবনের পথে পথে
পাওনাটুকু তুলে নিও
সেই পাওয়াতেই নিও তুমি
জীবনখানি রাঙিয়ে ॥
রাতের মতো করুণ তোমার দিনগুলি
আজকে তুমি না হয় গেলে সব ভুলি
দেখবে তুমি আছি আমি
তোমার সকল হৃদয় ছেয়ে
আসবো কবে সেই আশাতেই
রইবে পথ পানে চেয়ে,
সেই চাওয়াতেই দেবো আমার
সুরের আগুন ছড়িয়ে ॥

(৪)

শিল্পী—মান্না দে ও গীতা দত্ত

কথা—পবিত্র মিত্র

কি জাদু জানে
ওকি জানে
ওই দুটি চোখের তারা
আমি আজ তোমার মাঝেতে হারা ॥
সাজালে যদি গো নিজেরে সাজালে
চরণে যদি গো নূপুর বাজালে
পাই না খুঁজে তবু
তোমার মনের সাড়া ॥
তোমারে চেয়েছে বাঁধিতে এ হিয়া
ভুলিবে কেমনে বলো গো ও প্রিয়া,
রূপের ছটাতে কেন গো জড়ালে
যদি না মনেরই মাধুরী ঝরালে
চাই না এ জীবনে কিছুই
তোমায় ছাড়া ॥

(৫)

শিল্পী—লতা মঙ্গেশকর

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?
যে পাখী আকাশ জুড়ে
বেড়াত আপনি উড়ে
তারে খাঁচায় দিলে ঠেলে ॥
এ কেমন ফন্দী করে রেখেছ বন্দী করে
তার দুচোখের আলো কেড়ে
কি সুখ বলো পেলে ?
এখানে জীবন ভরা অন্ধকার
প্রাণে তার নেই সে গানের ছন্দ আর,
মনে যার আলোর তৃষা
হারালো পথের দিশা
কেমন করে দেবে সে তার
গানের প্রদীপ জেলে ॥

(৬)

শিল্পী—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা—সুবীর হাজরা

বন্ধ চোখে মোর দাও আলো
আঁধারে বেঁধে আর রেখো না
এই যে পথচলা এইতো বেশ
আমারে আড়ালে আর রেখো না ॥
তুমি যে সুন্দর এই অন্ধকারে
খুঁজেছি তোমায় বারে বারে
তুমি যে অন্তরের এই ছিন্ন তারে
বাজালে সুর কি ঝঙ্কারে ॥
পাখীর ডাকে ডাকে ভোর হোলো
কখন গেছে সব দ্বার খুলে
এই যে আলোভরা মুক্ত দেশ
খুশীর জোয়ারে সব যাই ভুলে,
তুমি যে সুন্দর····· ॥
আশার তারা জ্বলে নীল নভে
বলছে ডেকে ওরে আয়রে আয়
কখন হবে বল রাত্রি শেষ
রয়েছি আমি যে আজ সেই আশায়
তুমি যে সুন্দর····· ॥

বিশ্বভারতী পিকচার্স এর পক্ষ থেকে প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং শিবশঙ্কর প্রিন্টিং সার্ভিস কলিকাতা-১৩ দ্বারা মুদ্রিত।

বিশ্বজিৎ
সন্ধ্যা রায়

ছবি বিশ্বাস
জহর গাঙ্গুলী
জহর রায়
তুলসী চক্র:
অপর্ণা
হরিধন
দিলীপ রায়
শিপ্রা
অনিতা
অভিনীত

সরি ম্যাডাম

পরিচালনা
দিলীপ বসু

সঙ্গীত
ভেদ্‌পাল